সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২০৮
WEEKLY BOOKLET:208

رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
ইমাম হোসাইন এর ঘটনাবলী

ইমাম হোসাইন رضی اللہ عنہ এর মাযার শরীফ

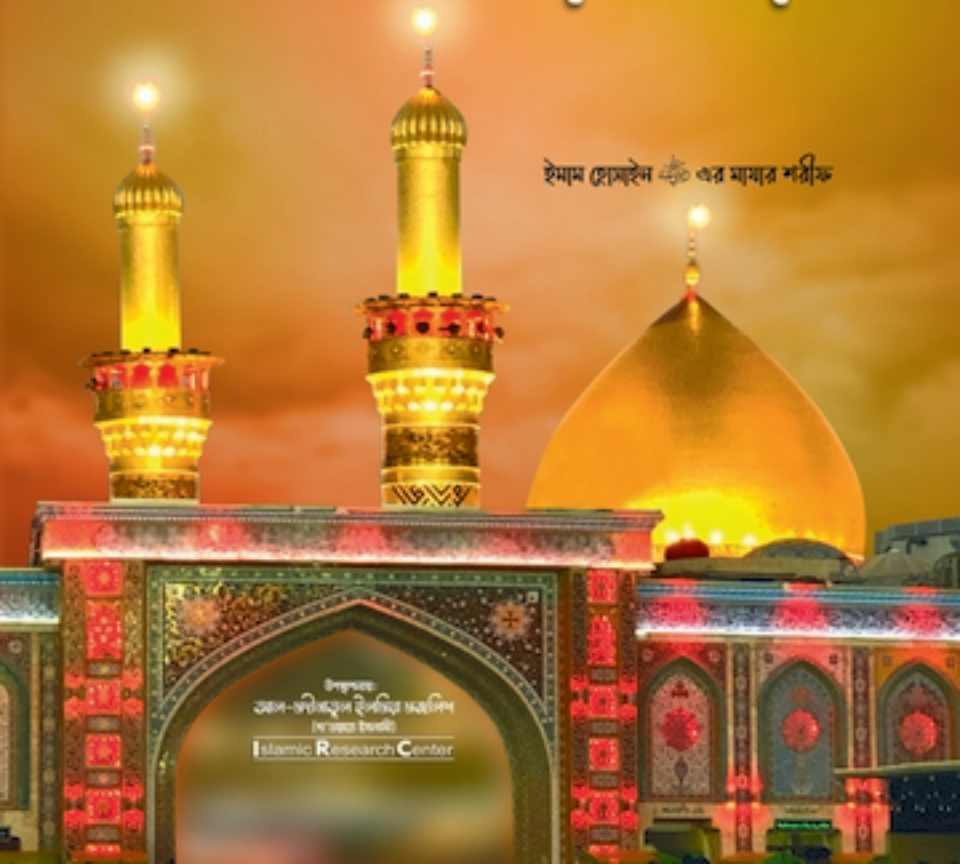

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দাওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ইমাম হোসাইন رضي الله عنه এর ঘটনাবলী

আত্তারের দোয়া: হে রব্বে মুস্তফা! যে ব্যক্তি এই "**ইমাম হোসাইন** رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ **এর ঘটনাবলী**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে হযরত ইমাম হোসাইন (رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ) এর মুবারক চরিত্র অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করো এবং তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দরূদ শরীফের ফযীলত

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: যখন কোন মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করো তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো।

(ফদলুস সালাতি আলান নবী লিল কাযীল জাহদীমি, ৭০ পৃষ্ঠা, নম্বর ৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

শহীদে কারবালা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ৯টি ঘটনা

(১) ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মর্যাদা

জান্নাতী ইবনে জান্নাতী, সাহাবী ইবনে সাহাবী, রাসূলের নাতি হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপস্থিতিতে একবার হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাহফিলে উচ্চ বংশীয়, সম্মানীত বুযুর্গ মনিষীদের আলোচনা হচ্ছিলো। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: তোমরা কি জানো যে, ঐ ব্যক্তি কে, যে নিজের পিতামাতা, দাদা দাদী, নানা নানী, খালা ও মামাদের দিক থেকে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানীত? লোকেরা আরয করলো: আপনিই আমাদের চেয়ে বেশি জানেন। একথা শুনে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইমামে আলী মকাম, ইমামে আরশে মকাম, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর হাত মুবারক ধরে বললেন: ঐ ব্যক্তি হলেন ইনি, তাঁর আব্বা হলেন মাওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, আম্মাজান হলেন হযরত বিবি ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহজাদী, তাঁর নানাজান হলেন **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, নানীজান হলেন হযরত বিবি খাদীজাতুল কুবরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا, তাঁর চাচা হলেন হযরত জা'ফর তাইয়ার

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আর ফুফুজান হলো হযরত হা'লা বিনতে আবু তালিব আর মামা হলেন হযরত কাসিম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যিনি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহজাদা এবং তাঁর খালা হলেন হযরত যায়নাব বিনতে **রাসূলুল্লাহ**। একথা শুনে মাহফিলে উপস্থিত সকল লোকেরা বললো: আপনি একেবারেই সত্যি বলেছেন। (আল মুস্তাহাদ মান ফাআলাতুল আজওয়াদ. ১/২৬) **আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।**

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

কিউঁ না হো রুতবা রড়া আসহাব ও আহলে বাইত কা
মুস্তফা উন কে খোদা আসহাব ও আহলে বাইত কা
আ'ল ও আসহাব নবী সব বাদশাহ হে বাদশাহ
মে ফকত আদনা গদা আসহাব ও আহলে বাইত কা
ইয়া ইলাহী! শুকরিয়া আত্তার কো তু নে কিয়া
শেৎর গো, মিদহাত সারা আসহাব ও আহলে বাইত কা

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(২) বড় ভাইয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

দানশীলের পুত্র দানশীল, শাহজাদায়ে আলী, ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছ থেকে একবার কোন এক ব্যক্তি কিছু চাইলো তখন তিনি বললেন: তিনটি অবস্থা

ব্যতীত কারো কাছে কিছু চাওয়া জায়িয নেই: (১) অনেক বেশি ঋণ (২) ফকীর বানিয়ে দেয়ার মতো অভাব (৩) বা অনেক বেশি জামানত। সেই ব্যক্তি আরয করলো: আমি এর মধ্যে একটি কারণে এসেছি। ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার জন্য একশত দীনার (অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা দেয়ার) আদেশ দিলেন। অতঃপর সে ইমামে আলী মকাম হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে কিছু চাইলেন তখন তিনিও ভিক্ষা করা সম্পর্কে তাকে একই কথা বললেন, যা হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেছিলেন। লোকটি একই উত্তম দিলো যা সে হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দিয়েছিলো। শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে বললেন: ভাইজান কি দিয়েছেন? সে আরয করলো: ১০০ দীনার। তিনি বড় ভাইয়ের সমান হয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করে তাকে নিরানব্বই (৯৯) দীনার (অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করলেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর কাছে এলো এবং ভিক্ষা চাইলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিছু জিজ্ঞাসা না করে তাকে সাত দীনার দিয়ে দিলেন। সে হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর নিকট যাওয়া এবং তাদের দান সম্পর্কে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলো, তখন হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "আশ্চর্য তো! তুমি

www.dawateislami.net

আমাকে তাঁদের উদাহরণ দিচ্ছো, নিশ্চয় তাঁরা উভয়ে তো ইলম ও সম্পদের সমুদ্র।” (উয়ুনুল আখবার, ৩য় অংশ, ১৫৮ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।**

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সাখাওয়াত ভি তেরে ঘর কি ইনায়াত ভি তেরে ঘর কি
তেরে দর কা সুয়ালি ঝুলিয়াঁ ভর ভর কে লাতে হে

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বড় ভাই পিতার স্থানে হয়ে থাকে

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! ইমামে আলী মকাম, ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিজের প্রিয় ভাইজান হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালবাসার ধরণ এবং আদব ও সম্মান তো দেখুন। হায়! আমরাও যেনো আমাদের বড়দের সম্মান করি। ইসলামে বড় ভাইয়ের বড় মর্যাদা রয়েছে, যেমনিভাবে ছোট ভাইদের বড় ভাইকে সম্মান করা উচিৎ, তেমনিভাবে বড় ভাইকেও ছোট ভাইদের স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ আচরন করা উচিৎ, কেননা বড় ভাই পিতার স্থানে হয়ে থাকে। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “বড় ভাইয়ের হক ছোট ভাইয়ের উপর এমন, যেমন

পিতার হক সন্তানদের উপর।” (শুয়াবুল ঈমান, ৬/২১০, হাদীস ৭৯২৯) যদি ঘরে সবাই একে অপরের হকের ব্যাপারে খেয়াল রাখে এবং তাদের সাথে আদব ও সম্মানের সহিত আচরণ করে তবে ঘরে ভালবাসাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে, আজকাল ঘরোয়া ঝগড়ার একটি বড় কারণ হলো, একে অপরের হকের খেয়াল মন থেকে শেষ হয়ে যাওয়া, বড়দের ছোটদের প্রতি মমতাবোধ নেই আর ছোটদের ও বড়দের প্রতি সম্মান নেই, ফলে ঘরের পরিবেশ আমাদের সামনে, অনুরূপভাবে বড় বোনের ছোট বোনের সাথে আর ছোট বোনের বড় বোনের সাথে ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করা উচিৎ, অন্যথায় পিতামাতার জীবদ্দশায় তো কোন ভাবে সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে কিন্তু পিতামাতার মৃত্যু বা নিজেদের বিবাহের পর আপন ভাই বোনের মাঝেও বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। ঘরে প্রেম ভালবাসার পরিবেশ বানানোতে পিতামাতার ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে যদি পিতামাতা সন্তানকে শিশুকাল থেকেই একে অপরের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা, একে অপরের খেয়াল রাখার ব্যাপারে নম্রতা ও মমতা দ্বারা বুঝাতে থাকে তবে اِنْ شَآءَ الله বাল্যকাল থেকেই ঘরে উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং **“ঘর শান্তির নীড়”** এ পরিণত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলে নাতি, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিজের বড় ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার আরো একটি চমৎকার ঘটনা পড়ুন ও আন্দোলিত হোন:

(৩) বড় ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার অনন্য ধরণ

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি জানতে পারলাম যে, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا মাঝে কোন বিষয়ে অসন্তুষ্টির (অর্থাৎ সামান্য অসন্তুষ্টি, যা মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধবদের মাঝে হয়ে যায়) কারণে কথাবার্তা বন্ধ রয়েছে, তখন আমি ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে আরয করলাম: লোকেরা আপনাদের উভয়কে অনুসরণ করে। আপনি আপনার বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলুন, কেননা আপনি তাঁর বয়সে ছোট। এতে হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: যদি আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে না শুনতাম যে, "মীমাংসার ক্ষেত্রে প্রথমে অগ্রগামী ব্যক্তি জান্নাতেও প্রথমে যাবে।" তবে আমি অবশ্যই তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতাম কিন্তু আমি এই বিষয়টি পছন্দ করিনা যে, তাঁর পূর্বে জান্নাতে চলে যাবো।

সাহাবীয়ে রাসূল, হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাকে সমস্ত ঘটনাটি বললাম, তখন ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "صَدَقَ اَخِیۡ অর্থাৎ আমার ভাই সত্য বলেছে।" অতঃপর ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দাঁড়ালেন এবং তাঁর ভাই হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে গিয়ে তাঁর সাথে কথা বললেন। (যুখাইরুল উকবা, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

নও নিহালে চমনে মুস্তফায়ী মুরতাদায়ী,
জিসে কুদরত নে চুনা যিনতে জান্নাত কেলিয়ে।

(দিওয়ানে সালিক, ৯২ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এই ঘটনায় যেমনিভাবে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বড় ভাইয়ের প্রতি অফুরন্ত ভালবাসার বর্ণনা রয়েছে, তেমনিভাবে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাও রয়েছে যে, সবচেয়ে বেশি হাদীসে পাক বর্ণনাকারী সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উভয় শাহজাদার খেদমতে উপস্থিত হয়ে মীমাংশার পরিবেশ তৈরী করেন, সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি খুবই কল্যাণকামী ছিলেন, এমনিতেই পবিত্র আহলে বাইতগন সাহাবায়ে কিরামের প্রতি খুবই ভালবাসা

প্রদর্শনকারী ও দয়ালূ ছিলেন, হাদীসে মুবারাকায় এর অনেক উদাহরণও বিদ্যমান রয়েছে।

নাও হে আ'লে নবী নজম হে আসহাবে রাসূল,
লিল্লাহির হামদ কেহ মুশদা হে ইয়ে উম্মত কে লিয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) সাহাবায়ে কিরাম ও শাহজাদায়ে আলী মকামের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার খুব সুন্দর ঘটনা

হযরত মুহাম্মদ বিন আলী বিন হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ বলেন: (আমার দাদাজান) ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের জমিতে যাওয়ার জন্য পায়ে হেঁটে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে সাহাবীয়ে রাসূল হযরত নুমান বিন বশীর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে সাক্ষাত হলো, তিনি তার খচ্চরে আরোহী ছিলেন, তিনি তাঁর বাহন থেকে নেমে গেলেন এবং বাহনটি হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খেদমতে উপস্থাপন করলেন এবং আরয করলেন: "হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি আরোহন করুন।" ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরোহন করলেন না, তখন হযরত নুমান বিন বশীর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অনেক জোর করলেন এবং শপথ দিলেন যে, আপনি এর উপর অবশ্যই আরোহন করবেন। ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর বেশি জোর ও শপথ

www.dawateislami.net

দেয়ার কারণে মেনে নিলেন আর বললেন: আমার এটা পছন্দ নয়, আপনি আমাকে কষ্টে ফেলে দিলেন। আপনি বাহনের সামনের অংশে আরোহন করুন, আমি পেছনের অংশে আরোহন করবো, কেননা আমি আমার আম্মাজান হযরত বিবি ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কাছ থেকে **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই বাণীটি শুনেছি: "বাহনের সামনের অংশে আরোহন করার হকদার সেই বাহনের মালিকের হয়ে থাকে।" একথা শুনে হযরত নুমান বিন বশীর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহজাদী সত্যই বলেছেন, আমি আমার আব্বাজান হযরত বশীর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে এমনই শুনেছি, যেমনটি হযরত বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেছেন এবং **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এটাও ইরশাদ করেছেন: اِلَّامَنۡ اَذِنَ অর্থাৎ তা ব্যতীত, যাকে বাহনের মালিক অনুমতি দিয়ে দেন। একথা শুনে হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সামনে আর হযরত নুমান বিন বশীর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পেছনে আরোহন করলেন।

(মু'জাম কবীর, ২২/৪১৪, হাদীস ১০২৫)

জু কেহ হে দিল সে জিগর পারায়ে যাহরা পে নিসার
খুলদ হে উস কে লিয়ে অউর ওহ জান্নাত কে লিয়ে

www.dawateislami.net

(৫) ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মহান মর্যাদা

একবার একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ফিরে আসছিলেন, তখন তাঁর ক্লান্তি অনুভব হলো আর তিনি একটি জায়গায় আরাম করার জন্য কিছুক্ষণ বসে গেলেন। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের চাদর দ্বারা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুবারক পা থেকে মাটি পরিস্কার করতে লাগলেন, তখন ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁকে নিষেধ করলেন। এতে হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আপনার যে মহত্ব ও শান আমি জানি, যদি তা লোকেরা জেনে যায় তবে তারা আপনাকে নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে নিবে।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ১৪/১৭৯। তারিখুল ইসলাম লিয যাহবী, ২/৬২৭)

নবীর সকল সাহাবী!	জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে সিদ্দিকও!	জান্নাতী জান্নাতী
আর ওমর ফারুকও!	জান্নাতী জান্নাতী
উসমানে গণী!	জান্নাতী জান্নাতী
ফাতিমা ও আলী!	জান্নাতী জান্নাতী
হাসান ও হোসাইনও!	জান্নাতী জান্নাতী
নবীর পিতামাতাও!	জান্নাতী জান্নাতী
নবীর সকল বিবি!	জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৬) কানিযকে আযাদ করে দিলেন

একবার রাসূলের নাতি, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেদমতে এক কানিয ফুলের তোড়া উপস্থাপন করলো। তিনি তাকে বললেন: যাও! তুমি **আল্লাহ পাকের** জন্য আযাদ। আরয করা হলো: আপনি একটি ফুলের তোড়ার জন্য কানিযকে আযাদ করে দিলেন? জান্নাতী যুবকদের সর্দার ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমাকে **আল্লাহ পাক** এই আদবই শিখিয়েছেন।

(আত তাযকিরাতুল হামদুনিয়া, ২/১৮৬)

হে আশিকানে ইমাম হোসাইন! শাহজাদায়ে মুশকিল কোশা, শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুবারক জীবনি আমাদের জন্য অনুসরনীয়, যখন একটি ফুলের তোড়া উপস্থাপন করার কারণে তাঁর উপহারের এই অবস্থা যে, কানিযকে আযাদ করে দেন, তখন অন্যান্য ব্যাপারে কত বড় দানশীলতা প্রদর্শন করবেন। হে **আল্লাহ পাক**! আমরা সবাই যেনো সত্যিকার আশিকে ইমাম হোসাইন হয়ে যাই, নিজের মুসলমান ভাইদের সাথে যেনো সদাচরন করি, নিজের জন্য যেনো প্রতিশোধ না নিই, ঘৃণা না করি এবং নিজের অন্তরে কারো প্রতি বিদ্বেষ ও ক্ষোভ না রাখি।

www.dawateislami.net

ভালবাসার মৌখিক দাবী করা তো সহজ, আসল কাজ তো ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জীবনি অনুযায়ী চলা এবং এরূপ সৌভাগ্যবান আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত সম্পর্কে কি আর বলবো, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য আমার প্রতি ভালবাসা পোষণ করলো, আমি ও সে কিয়ামতের দিন এভাবে থাকবো, শাহাদত ও মধ্যম আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন।

(মু'জাম কবীর, ৩/১২৫, হাদীস ২৮৮০)

মহান আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত, আমার শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করেন:

ভিক দেয় উলফতে মুস্তফা কি সব সাহাবা কি আ'লে আবা কি
গাউছ ও খাজা কি আহমদ রযা কি মেরে মওলা তো খয়রাত দেয়দেয়

(মওলা আলী, বিবি ফাতিমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ কে **"আ'লে আবা"** বলা হয়।)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৭) তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর

বর্ণিত আছে; রাসূলের নাতি হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে এক গ্রাম্য (অর্থাৎ আরবের গ্রামে বসবাসকারী) ভিক্ষুক এসে সালাম আরয করল ও জানতে চেয়ে বললো: আমি আপনার **প্রিয় নানাজান হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে শুনেছি যে, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমার কোন কিছু প্রয়োজন হবে তবে এই চারজনের মধ্যে যেকোন একজনের কাছ থেকে চাইবে। হয়তো আরববাসীদের কোন অভিজাত ব্যক্তি থেকে, অথবা দানশীল মালিক থেকে, বা কোরআনের উপর আমলকারী থেকে কিংবা এমন লোক থেকে, যার চেহারা আলোকিত ও উজ্জ্বল আর আপনার কাছে তো এই চারটি নির্দশন পাওয়া যায়। কেননা আপনি আরবীও আর আপনার নানাজানের কারণে অভিজাতও এবং দানশীলতা তো আপনার মুবারক অভ্যাস আর কোরআনে করীম তো আপনার ঘরেই অবতীর্ণ হয়েছে ও নূরানী চেহারা, এব্যাপারে আমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে শুনেছি যে, তোমরা আমাকে দেখতে চাইলে তবে হাসান ও হোসাইন (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) কে দেখে নাও। হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: তোমার কি প্রয়োজন? সে তার চাহিদা লিখে

www.dawateislami.net

উপস্থাপন করে দিলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমি তোমাকে তিনটি প্রশ্ন করছি, যদি তুমি এর মধ্য থেকে যেকোন একটিও সঠিক উত্তর দাও, তবে আমার সমস্ত সম্পদ থেকে এক তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের এক ভাগ) সম্পদ তোমার আর যদি তুমি দু'টির সঠিক উত্তর দাও তবে দুই তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের দুই ভাগ) সম্পদ তোমার। আর যদি তিনটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দাও তবে আমার সমস্ত সম্পদ তোমার আর তিনি সম্পদের থলে সেই গ্রাম্য লোকটির দিকে বাড়িয়ে দিলেন, যাতে ইরাকী মোহরও লাগানো হয়েছিলো। অতঃপর প্রথম প্রশ্ন করলেন: সবচেয়ে উত্তম আমল কি? সে আরয করলো: **আল্লাহ পাকের** প্রতি ঈমান আনয়ন করা। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন: ধ্বংস থেকে মুক্তি কিভাবে অর্জিত হতে পারে? সে আরয করলো: **আল্লাহ পাকের** প্রতি বিশ্বাস রাখার কারণে। অতঃপর তিনি তাকে তৃতীয় ও শেষ প্রশ্ন করে বললেন: মানুষকে কোন জিনিস সুসজ্জিত করে? সে আরয করলো: এমন ইলম, যার সাথে সহনশীলতাও (অর্থাৎ সহ্য করার শক্তি) থাকে। শাহজাদায়ে আলী ওয়াকার, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই উত্তর শুনে তাকে আরো কিছু কথা বললেন এবং মুচকী হেসে সম্পদের থলে তাকে দিয়ে দিলেন। **(তাফসীরে রাযী, ১ম পারা, সূরা বাকারা, ৩১ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৪১৫)**

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮) শরীয়াতের মাসআলার উপর আমল

শাহজাদায়ে মুশকিল কোশা, যাহরার কলিজার টুকরো, ইমামে কারবালা, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর খাদেমের বর্ণনা হলো: আমি ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সাথে ছিলাম, তিনি একটি ঘরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি সেই ঘর থেকে পানি চাইলেন তখন একজন খাদিমা পাত্রে পানি নিয়ে উপস্থিত হলেন, যাতে রূপার পাত বসানো ছিলো। ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ পাত্র থেকে রূপার পাত খুলে খাদিমাকে দিলেন এবং বলবেন: এটি তোমার ঘরে নিয়ে যাও, অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ পানি পান করলেন।

(তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৬/৪১১, নম্বর ৭৪৬৪)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! ফিকহী মাসআলা হলো, স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে পানাহার করা এবং এরূপ পাত্র থেকে তেল লাগানো বা এরূপ আতরদানী থেকে আতর লাগানো কিংবা উনান থেকে ধোঁয়া নেয়া নিষেধ এবং

www.dawateislami.net

এই নিষেধাজ্ঞা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য। মহিলাদের এর (অর্থাৎ স্বর্ণ ও রূপার) অলংকার পরিধান করার অনুমতি রয়েছে। অলংকার ব্যতীত অন্যভাবে স্বর্ণ ও রূপা ব্যবহার করা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য নাজায়িয।

(বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৯৫)

ইমামে আলী মকাম, ইমামে আরশে মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালবাসার দাবীদাররা এই ঘটনা থেকে শরীয়াতের মাসআলার উপর আমল করার মানসিকতা তৈরী করুন, কেননা শরীয়াতের অনুসরনেই ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালবাসা নিহিত, শরীয়াত বিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়া ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পরিপূর্ণ ভালবাসার পরিপন্থি, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুবারক পরিবার এমন এক পরিবার, যেখান থেকে শরীয়াতের আহকাম জারি হয়ে থাকে, তাঁরা তো কোরআন ও সুন্নাতের উপর আমল করাতে নিজেদের তুলনা রাখেন না, শাহাদতের সময় এসে গেছে আর **আল্লাহ পাকের** মহান দরবারে সিজদার জন্য নিজের মাথা নত করে দেয়া তাঁরই কর্ম, কারবালার তপ্ত মরুভূমিতে অত্যাচার ও নিপীড়নের তুফান চলার পরও পবিত্র বিবিদের ধৈর্য ও সাহসের উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া কষ্টকরই নয় প্রায় অসম্ভব। বরং এই অত্যাচারের পরও পর্দার ও লজ্জাকে অটল

www.dawateislami.net

রেখে দুনিয়ায় এমন উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন যে, তা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য এক মহান উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবে। কারবালায়ে মুয়াল্লার ঘটনা দ্বারা আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইতকে পবিত্র শরীয়াতের উপর আমলের প্রেরণা বৃদ্ধির মানসিকতা বানানো উচিৎ। আমরা কিরূপ আশিকে ইমাম হোসাইন যে, আমাদের ইমামে পাক তাঁর মুবারক মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুটে সজ্জিত আর আমরা খালি মাথায় ঘুরে বেড়ানোতে গর্ব অনুভব করি, আমরা কিরূপ আশিকে ইমাম হোসাইন যে, ইমামে পাক ফরয তো ফরয, নফল ও অধিকহারে তিলাওয়াত করছেন বরং আশুরা অর্থাৎ ১০ মুহাররম, শাহাদতের পূর্বে সারা রাত **আল্লাহ পাকে**র স্মরণে মশগুল ছিলেন আর একদিকে আমরা, যারা আশিকে ইমাম হোসাইন দাবী করি কিন্তু ইবাদতের জন্য সময় পাইনা? ইমাম হোসাইনের ফাতিহার খাবার অবশ্যই করা উচিৎ আর যদি শরীয়াতের গন্ডির মধ্যে থেকে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য ফাতিহার খাবার তৈরী করা হয় তবে তা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ কিন্তু এই খাবারের কারণে নামায বা জামাআতে অলসতা হওয়া উচিৎ নয়, আমাদের ফাতিহার তাবারুক রান্নার কারণে মুসলমানদের চলার পথ বন্ধ যেনো না হয় বরং আমাদের তো অপরের জন্য সহজতা করার

www.dawateislami.net

মানসিকতা বানানো উচিৎ, নবী বংশের লজ্জাশীলা বিবিদের ভালবাসা পোষণকারীনিরাও চিন্তা করুন যে, কারবালা শরীফে অসহায় অবস্থায়ও তাঁদের পর্দা সামান্যতমও বিচ্যুত হয়নি এবং আমরা কিরূপ আহলে বাইতের বাঁদী? শপিং সেন্টারে চক্কর লাগানো, বাজারে ঘুরাফেরা করা, বিবাহের অনুষ্ঠানে নিত্য নতুন ফ্যাশন করে বেপর্দা হয়ে নিজেকে প্রদর্শণ করা, ঐ সকল পবিত্র বিবিদের কিভাবে পছন্দ হবে।

বে বসি মে ভি হায়া বাকী রাহি সব হোসাইনী পর্দাদারো কো সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কারবালার রক্তিম দৃশ্য পুস্তিকার মাদানী বাহার

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ফয়েয পেতে এবং চরিত্র ও আচরণে সৌন্দর্য্য আনতে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইতের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্দর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয় যান, আপনাদের অন্তরে সাহাবা ও আহলে বাইতের ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি:

হায়দারাবাদের (সিন্ধু প্রদেশ) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হলো: সম্ভবত ২০০৪ সালের কথা, ফয়যানে মদীনায় একজন যিম্মাদার মুবাল্লিগ (যিনি **দা'ওয়াতে**

www.dawateislami.net

ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে প্রায় ১৫ বছর ধরে সম্পৃক্ত) অবাক করার মতো কথা বললেন। তিনি বলেন: তার পুরো বংশ বদ মাযহাবীদের সাথে সম্পর্ক রাখতো। শিশুকাল থেকেই তাকে এই মানসিকতা দেয়া হলো যে, আশিকানে রাসূল ওলামায়ে কিরাম এবং কোন দ্বীনদার ব্যক্তির নিকটে যেওনা, অন্যথায় (مَعَاذَ الله) তারা তোমাকে পথভ্রষ্ট করে দিবে। এমনকি তারা কোন আশিকে রাসূল সুন্নিকে ধর্মীয় পোশাকে দেখলে তবে (مَعَاذَ الله) তাদেরকে বিদ্রুপ করতো। সে সিনেমার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলো। ছুটির দিনে বন্ধুদের সাথে সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখা তার অনেক দিনের অভ্যাস ছিলো। জীবন এভাবেই উদাসীনতায় অতিবাহিত হচ্ছিলো, হঠাৎ তার ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠলো। ১৯৯৪ সালের কথা, যখন সে কলেজে পড়তো, তার মামা যে বদ আকীদা থেকে তাওবা করে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইতের দ্বীনী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে এসে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাধ্যমে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া অন্তর্ভুক্ত হয়ে **"আত্তারী"** হয়ে গিয়েছিলো এবং সারাদিন পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে রাখতো। সম্ভবত শা'বানুল মুয়াযযম মাস ছিলো যে, একবার জুমা মুবারকের দিন সকালে তার এই মামা তাদের বাড়ি আসলো

এবং যাওয়ার সময় সেই মুবাল্লিগ ইসলামী ভাইকে শহীদানে কারবালার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ ঘটনা সম্পর্কীত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর পুস্তিকা উপহার স্বরূপ দিলো। সে এটা ভেবে নিয়ে নিলো যে, তিনি চলে যাওয়ার পর কোথাও রেখে দিবো। কিন্তু পরে যখন টাইটেলে পুস্তিকার নাম **"কারবালার রক্তিম দৃশ্য"** দেখলো তখন নিজের মনে হলো। অতএব সে পুস্তিকাটি পড়তে শুরু করলো। আহলে বাইতে কিরামের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ প্রতি প্রবল ভক্তির বহিঃপ্রকাশ এত আদব সহকারে প্রথমবারই পড়লো। লিখনির ধরন এতই হৃদয়গ্রাহী ও প্রভাবময় ছিলো যে, তার মাঝে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে গেলো এবং সে কারবালা ওয়ালাদের উপর হওয়া অত্যাচারকে স্মরন করে কাঁদতে লাগলো। কারবালার ঘটনার প্রেক্ষিতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ যে সমস্ত সংশোধনমুলক মাদানী ফুল দ্বারা ধন্য করেছিলেন, তা তো তার বিবেককে নাড়া দিয়ে দিলো। শুহাদায়ে কারবালা সম্পর্কীত বয়ান তো অনেকবার শুনেছে এবং পড়েছে কিন্তু "কারবালার শিক্ষা" আজই প্রথমবার বুঝে এসেছে। তার মাঝে আশ্চর্যজনক অবস্থা সৃষ্টি হতে লাগলো। সে তার বোনকে ডাকলো এবং তাকেও সেই পুস্তিকা পড়ে শুনাতে লাগলো। পুস্তিকা শুনে সেও কাঁদতে লাগলো। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ মহান আশিকে সাহাবা ও

আহলে বাইত, আমীরে আহলে সুন্নাতের লেখার বরকত সাথেসাথেই প্রকাশিত হলো এবং ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন তখনই (মন্দ আকীদা ও আমল থেকে) তাওবা করলো এবং নামায পড়ার নিয়্যত করে নিলো। সন্ধ্যায় যখন বন্ধুরা প্রতিদিনের মতো সিনেমা দেখার জন্য ডাকতে এলো তখন সে অপারগতা প্রকাশ করলো, তার বন্ধুরা আশ্চর্য হয়েছিলো কিন্তু তারা বেশি কথা বললো না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه কয়েকদিন পর সেই আশিকে রাসূল সেই পুস্তিকাটি তার আব্বা, আম্মাকেও শুনালো তখন তারাও খুবই প্রভাবিত হলো এবং পরস্পর পরামর্শ করে ভবিষ্যতে ঘরে টিভি না চালানোর দৃঢ় মানসিকতা বানিয়ে নিলো। (তখনো মাদানী চ্যানেল শুরু হয়নি) যখন বৃহস্পতিবার এলো তখন সে পরিবারের সদস্যদের বললো যে, আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যেতে চাই। একথা শুনে মা যে কিনা আমীরে আহলে সুন্নাতের পুস্তিকা শুনে প্রভাবিত হয়েছিলো কিন্তু ইজতিমায় যাওয়ার অনুমতি দিতে এই বলে অস্বীকার করলো যে, শুধু নামায পড়ো, এটাই যথেষ্ট, ইজতিমায় ইত্যাদিতে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমি কয়েকবার আরয করলাম, তখন আব্বু আম্মাকে বললো: আরে যেতে দাও, তার মামাও বলতে থাকে যেতে,

www.dawateislami.net

সেও খুশি হয়ে যাবে। ইসলামী ভাই সুযোগ বুঝে আব্বুকেও ইজতিমায় যাওয়ার দাওয়াত দিলো যে, আব্বু আপনিও চলুন। বোনও বলতে লাগলো, আব্বু কিছুক্ষণ দ্বিধা করার পর অবশেষে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গলো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه প্রথম সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহনের বরকতে তাদের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেলো। ইজতিমায় জান্নাতের বিষয়ে বয়ান হলো, আব্বুর অন্তরেও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হলো। اَلْحَمْدُلِلّٰه ঘরে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা পড়ার পাশাপাশি "সুন্নাতে ভরা বয়ান" শুনা হতে লাগলো।

এর বরকতে শুধু তাদের পুরো ঘর নয় বরং বংশের আরো কয়েকটি ঘরও বদ মাযহাবীয়ত থেকে তাওবা করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, তাদের বংশে বোরকা পরিধান করার একেবারেই প্রচলন ছিলো না এবং দূর্ভাগ্যক্রমে বোরকা পরিধান করাকে অনেক বড় দোষ মনে করা হতো। মহান আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত, আমীরে আহলে সুন্নাতের লিখনী ও বয়ান ঐ বাহার দেখালো যে, তার বোনেরা বোরকা পরিধান করতে লাগলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র

www.dawateislami.net

দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যিম্মাদার ইসলামী বোনের সাথে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি অন্যান্য দ্বীনি কাজেও অংশগ্রহণ করতে লাগলো।

আতায়ে হাবীবে খোদা মাদানী মাহোল
হে ফয়যানে গাউছ ও রযা মাদানী মাহোল
সানওয়ার জায়েগী আখিরাত اِنْ شَآءَ الله
তুম আপনায়ে রাখো সদা মাদানী মাহোল

(৯) নিজের সম্পূর্ণ সম্মানি ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবা ও আহলে বাইতের ভালবাসার বার্তা প্রসারকারী প্রসিদ্ধ অলীউল্লাহ হযরত আলী বিন উসমান হাজবেরী প্রকাশ দাতা গঞ্জেবখশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর যুগ প্রসিদ্ধ কিতাব **"কাশফুল মাহজুব"** এ লিখেন: রাসূলের নাতি, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে একবার এক ব্যক্তি নিজের অভাবের অভিযোগ করতে লাগলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো! আমার সম্মানি আসছে, সম্মানি এসে গেলেই আমি আপনাকে বিদায় করে দিবো। কিছুক্ষণের মধ্যে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পক্ষ থেকে এক হাজার দীনারের (অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা) পাঁচটি থলে তাঁর দরবারে উপস্থাপন করা হলো। তা নিয়ে আসা ব্যক্তি আরয করলো: হযরত আমীরে মুয়াবিয়া

www.dawateislami.net

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন যে, এখানে সামান্য টাকা রয়েছে তা গ্রহণ করে নিন। ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সমস্ত টাকা সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন এবং তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলেন যে, আপনাকে অপেক্ষা করতে হলো।

(কাশফুল মাহজুব, ৭৭ পৃষ্ঠা)

মিঠে মিঠে মুস্তফা কি বারগাহে পাক মে
কি জিয়ে মেরী সিফারিশ আ'প ইয়া দাতা পিয়া

কারবালা ওয়ালাদের বেদনার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া

"ফতোওয়ায়ে রযবীয়া" থেকে একটি প্রশ্ন ও উত্তরের সারাংশ পাঠ করুন:

প্রশ্ন: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুহাররামুল হারামের দশম তারিখে দুঃখ ও শোক পালন করা জায়িয নাকি জায়িয নয়?

উত্তর: এমন কোন সুন্নি রয়েছে, যার কারবালার ভয়ঙ্কর ঘটনার দুঃখ নেই বা সেই ঘটনার স্মরণে তার অন্তর বেদনাগ্রস্থ ও চোখ অশ্রুসিক্ত হবে না, তবে হ্যাঁ বিপদে আমাদের ধৈর্যধারন করার আদেশ রয়েছে, কান্নাকাটি করাকে শরীয়াত নিষেধ করছে এবং যার আসলেই অন্তরে বেদনা হচ্ছেনা তার মিথ্যা বেদনা প্রকাশ করা

হলো লৌকিকতা আর ইচ্ছাকৃত বেদনার অবস্থা সৃষ্টি করা এবং বেদনাকে লালন করা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি পরিপন্থি, যার এর বেদনা হচ্ছে না তার নিশ্চিন্ত থাকা উচিৎ নয় বরং এই বেদনা না হওয়ারই বেদনা হওয়া উচিৎ, কেননা তার ভালবাসা অপরিপক্ক এবং যার ভালবাসা অপরিপক্ক, তার ঈমান অপরিপক্ক। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৪৮৬-৪৮৮) আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (শাহাদতের আলোচনায়) এমন কোন কথা বলা যাবে না, যাতে তাঁদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা বা মানহানী পরিলক্ষিত হয়।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৭৩৮)

মুকাশাফাতুল কুলুবে বর্ণিত রয়েছে: মনে রাখবেন! আশুরার দিন হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে যা কিছু হয়েছে, তা **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি স্পষ্ট দলীল, অতএব যে ব্যক্তি সেইদিন তাঁর বিপদাপদের আলোচনা করে, তার "اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ" বলা ব্যতীত আর কিছু বলা যথাযথ নয়, কেননা এতে **আল্লাহ পাকের** আদেশ মান্য করা এবং **আল্লাহ পাকের** বাণীর উপর আমল করা নিহিত, যেমন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

أُولٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوٰتٌ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٌ ۖ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

(২য় পারা, সূরা বাকারা, ১৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এসব লোক হচ্ছে তারাই, যাদের উপর তাদের **প্রতিপালকের** দরুদ সমূহ এবং রহমত বর্ষিত হয় আর এসব লোকই সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সাহাবা ও আহলে বাইতের শান বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন:

উন কে মওলা কে উন পর করোড়ো দুরূদ
উন কে আসহাব ও ইতরাত পে লাখো সালাম
আল গরয উন কে হার মুহ পে লাখো দুরূদ
উন কি হার খু ও খাসলত পে লাখো সালাম
উস শহীদে বালা শাহে গুলগুঁ কাবা
বে কিসে দশতে গুরবত পে লাখো সালাম

নবীর সকল সাহাবী! জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে সিদ্দিকও! জান্নাতী জান্নাতী
আর ওমর ফারুকও! জান্নাতী জান্নাতী
উসমানে গণী! জান্নাতী জান্নাতী
ফাতিমা ও আলী! জান্নাতী জান্নাতী
হাসান ও হোসাইনও! জান্নাতী জান্নাতী
নবীর পিতামাতাও! জান্নাতী জান্নাতী
নবীর সকল বিবি! জান্নাতী জান্নাতী

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত বলেন:

"জান্নাত" সাদাতে ইকরাম (আওলাদে রাসূল) গণের চরণের সদকায় অর্জিত হবে।

(২০ রমযানুল মোবারক ১৪৪২ হিজরি রাতে)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net